DOI: http://dx.doi.org/10.58666/iab ISSN: 1813-0372 E-ISSN: 2518-9530

বর্ষ : ২০ সংখ্যা : ৭৮
এপ্রিল-জুন : ২০২৪
DOI: 10.58666/iab.v20i78

ইসলামী আইন ও বিচার

Journal of Islamic Law and Justice
مجلة القانون والقضاء الإسلامي
ত্রৈমাসিক গবেষণা জার্নাল
www.islamiainobichar.com

INDEXED BY

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

ISLAMI AIN O BICHAR
ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ২০ সংখ্যা : ৭৮

প্রকাশনায় : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার-এর পক্ষে মোঃ শহীদুল ইসলাম

প্রকাশকাল : এপ্রিল-জুন : ২০২৪

যোগাযোগ : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
৫৫/বি, পুরানা পল্টন, নোয়াখালী টাওয়ার
স্যুট-১৩/বি, লিফ্ট-১২, ঢাকা-১০০০
ফোন : ০২-২২৩৩৫৬৭৬২, ০১৭৬১-৮৫৫৩৫৭
e-mail: islamiainobichar@gmail.com
web: www.islamiainobichar.com

সম্পাদনা বিভাগ : ০২-২২৩৩৫৬৭৬২
E-mail : editor@islamiainobichar.com

বিপণন বিভাগ : ফোন : ০২-২২৩৩৫৬৭৬২
মোবাইল : ০১৭৬১-৮৫৫৩৫৭
E-mail : islamiclaw_bd@yahoo.com
web: www.ilrcbd.org

অলংকরণ : আলমগীর হোসাইন

দাম : ১৫০ টাকা US $ 10

Published by Md. Shohidul Islam on behalf of Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre. 55/B, Purana Paltan, Dhaka-1000, Bangladesh. Printed at Al-Falah Printing Press, Maghbazar, Dhaka. Price Tk. 150 US $ 10

[জার্নালে প্রকাশিত লেখার সকল তথ্য, তত্ত্ব ও মতামতের দায়-দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট লেখক/ গবেষকগণের। কর্তৃপক্ষ বা সম্পাদনার সাথে সংশ্লিষ্ট কেউ প্রকাশিত তথ্য, তত্ত্ব ও মতামতের জন্য দায়ী নন।]

ইসলামী আইন ও বিচার

ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা

প্রধান সম্পাদক
প্রফেসর ড. আবু বকর রফিক আহমদ

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক
প্রফেসর ড. আহমদ আলী

নির্বাহী সম্পাদক
মোঃ শহীদুল ইসলাম

সহকারী সম্পাদক
ড. মুহাম্মদ রুহুল আমিন রব্বানী

উপদেষ্টা পরিষদ

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রফেসর ড. এম. কবির হাসান
নিউ অরলিন্স বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাষ্ট্র

প্রফেসর ড. সৈয়দ সিরাজুল ইসলাম
লেকহেড বিশ্ববিদ্যালয়, কানাডা

প্রফেসর ড. হাবিব আহমেদ
ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাজ্য

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আমানুল্লাহ
আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মালয়েশিয়া

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইসমাঈল
আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত

ড. আব্দুল্লাহ এম নোমান
ইউনিভার্সিটি অফ নর্থ ক্যারোলিনা, পেমব্রুক, যুক্তরাষ্ট্র

ড. মুহাম্মদ সাইদুল ইসলাম
নানওয়াং টেকনলোজি বিশ্ববিদ্যালয়, সিঙ্গাপুর

সম্পাদনা পরিষদ

প্রফেসর ড. বেগম আসমা সিদ্দীকা
আইন ও বিচার বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

প্রফেসর ড. আ. ক. ম. আবদুল কাদের
আরবী বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

প্রফেসর ড. মো. ইকবাল হোছাইন
পরিচালক, আইআইইআর
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

প্রফেসর ড. মোঃ সিরাজুল ইসলাম
দর্শন ও তুলনামূলক ধর্ম বিভাগ
বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ মসিহুর রহমান
আরবি বিভাগ, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত

প্রফেসর ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর

প্রফেসর ড. যুবায়ের মুহাম্মদ এহসানুল হক
আরবি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রবন্ধকারের জ্ঞাতব্য

ইসলামী আইন ও বিচার পত্রিকা (ISSN-1813-0372/ E-ISSN- 2518-9530) বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নিবন্ধিত (রেজি. নং: DA-6100) একটি ত্রৈমাসিক একাডেমিক রিসার্চ জার্নাল। যা ২০০৫ সাল থেকে প্রতি তিন মাস অন্তর নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। এ জার্নালে প্রকাশিতব্য প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্যাবলি নিম্নরূপ:

* **প্রবন্ধের বিষয়বস্তু:** এ জার্নালে ইসলামের অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, আইনতত্ত্ব, বিচারব্যবস্থা, ব্যাংক, বীমা, আধুনিক ব্যবসায়-বাণিজ্য, ফিক্‌হশাস্ত্র, ইসলামী আইন, মুসলিম শাসকদের শাসন ও বিচারব্যবস্থা, মুসলিম সমাজ ও বিশ্বের সমসাময়িক সমস্যা ও এর ইসলামী সমাধান এবং তুলনামূলক আইনী ও ফিক্‌হী পর্যালোচনামূলক প্রবন্ধকে গুরুত্ব দেয়া হয়।
* **পাণ্ডুলিপি তৈরি:** পাণ্ডুলিপি অবশ্যই লেখক/লেখকগণের মৌলিক গবেষণা (Original Research) হতে হবে। অন্যের লেখা থেকে গৃহীত উদ্ধৃতির পরিমাণ প্রবন্ধের একচতুর্থাংশের কম হতে হবে। যৌথ রচনা হলে আলাদা পৃষ্ঠায় লেখকগণের কে কোন অংশ রচনা করেছেন বা প্রবন্ধ প্রণয়নে কে কতটুকু অবদান রেখেছেন তার বিবরণ দিতে হবে।
* **প্রবন্ধের ভাষা ও বানান রীতি:** প্রবন্ধটি বাংলা ভাষায় রচিত হতে হবে। তবে প্রয়োজনে ভিন্ন ভাষার উদ্ধৃতি প্রদান করা যাবে। প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানান রীতি অনুসরণ করতে হবে, তবে আরবী শব্দের ক্ষেত্রে ইসলামী ভাবধারা অক্ষুণ্ন রাখা যাবে।
* **প্রবন্ধের কাঠামো:** প্রবন্ধের শুরুতে প্রবন্ধের উদ্দেশ্য, ব্যবহৃত গবেষণা পদ্ধতি ও গবেষণান্তে প্রাপ্ত ফলাফল সম্পর্কে ইঙ্গিত দিয়ে ১০০-১৫০ শব্দের মধ্যে একটি সারসংক্ষেপ (Abstract) থাকতে হবে। সারসংক্ষেপের অব্যবহিত পরে সর্বাধিক ৫টি মূলশব্দ (Keywords) উল্লেখ করতে হবে। অতঃপর প্রবন্ধের শিরোনাম, লেখকের নাম ও পদবী, সারসংক্ষেপ এবং মূলশব্দের ইংরেজি অনুবাদ দিতে হবে। প্রবন্ধে ভূমিকা, উপসংহার ও গ্রন্থপঞ্জিও উল্লেখ থাকতে হবে।
* **উদ্ধৃতি উপস্থাপন:** এ পত্রিকায় তথ্যনির্দেশের জন্য Chicago Manual of Style এর Author-Date পদ্ধতি অবলম্বনে ইন-টেক্সট উদ্ধৃতি ও গ্রন্থপঞ্জি থাকতে হবে। ব্যবহৃত তথ্যসূত্র ও গ্রন্থপঞ্জি ইংরেজি প্রতিবর্ণায়নে উল্লেখ করতে হবে।
* **প্রবন্ধ জমাদান প্রক্রিয়া:** পাণ্ডুলিপি বিজয় কী-বোর্ড এর SutonnyMJ অথবা ইউনিকোড কী-বোর্ড এর Solaimanlipi ফন্টে কম্পিউটার কম্পোজ করে ইসলামী আইন ও বিচার জার্নালের নিজস্ব ওয়েব সাইট www.islamiainobichar.com এ গিয়ে প্রদত্ত নির্দেশনার আলোকে আপলোড করতে হবে। বিকল্প হিসেবে প্রবন্ধের সফট কপি জার্নালের ই-মেইলে (islamiainobichar@gmail.com) পাঠানো যেতে পারে।
* **প্রকাশের জন্য লেখা নির্বাচন:** জমাকৃত প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য কমপক্ষে দু'জন বিশেষজ্ঞ দ্বারা পিয়ার রিভিউ (Double Blind Peer Review) করানো হয়। রিভিউ রিপোর্ট এবং সম্পাদনা পরিষদের মতামতের ভিত্তিতে প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য চূড়ান্ত করা হয়।
* **লেখা প্রকাশ:** প্রকাশের জন্য নির্বাচিত প্রবন্ধ জার্নালের যে কোন সংখ্যায় প্রিন্ট ও অনলাইন উভয় ভার্সনে প্রকাশিত হয়।

প্রবন্ধ রচনার বিস্তারিত নীতিমালা জার্নালের ওয়েব সাইট www.islamiainobichar.com-এ দেখা যাবে।

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ৬

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন, ২০২০ : ইসলামী নীতি ও নির্দেশনার আলোকে একটি পর্যালোচনা ০৯
ড. মুহাম্মদ ছালেহ উদ্দীন
মুহাম্মদ ইসমাইল

সাইবার বুলিং প্রতিরোধে ইসলামী নির্দেশনা : বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে একটি পর্যালোচনা ৩৭
মনজুর আহমদ

যুব উন্নয়নে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর গৃহীত পদক্ষেপ ও এর ফলাফল : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ ৫৩
মোঃ নাসরুল্লাহ

এতিমের সম্পদ ব্যবস্থাপনা : পরিপ্রেক্ষিত ইসলাম ৭৫
মুহা. মুজিবুর রহমান

মুসলিম সমাজে মোহরানার গুরুত্ব ও অনুশীলন : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ ৯৫
জুয়েল মোহাম্মদ জিয়াউল হক (ফয়েজী)

বাংলাদেশে ট্রান্সজেন্ডার মতবাদের বিস্তার : ইসলামের দৃষ্টিতে একটি পর্যালোচনা ১০৯
জহিরুল ইসলাম

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

সম্পাদকীয়

আলহামদুলিল্লাহ। মহান আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে ইসলামী আইন ও বিচার জার্নালের ৭৮ তম সংখ্যা প্রকাশিত হলো। এবারের সংখ্যায় ইসলামী আইন ও সমসাময়িক মুসলিম সমাজের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর গুরুত্বপূর্ণ ছয়টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

শুরুতেই রয়েছে "নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন, ২০২০ : ইসলামী নীতি ও নির্দেশনার আলোকে একটি পর্যালোচনা" শীর্ষক প্রবন্ধ। মানব সভ্যতার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে নারী ও পুরুষের মাঝে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতার সম্পর্ক থাকার কথা থাকলেও সামষ্টিক অজ্ঞতা ও অসচেতনতার কারণে সমাজের বিভিন্ন স্তরে এর বিপরীত চিত্র দেখা যায়। ফলে অহরহ নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা ও নির্যাতনের ঘটনা ঘটে চলেছে। ফলে প্রণীত হয়েছে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন। উক্ত প্রবন্ধে বাংলাদেশের পারিবারিক ও সামাজিক পরিমণ্ডলে নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে উক্ত আইনের বিভিন্ন দিক উপস্থাপন করা হয়েছে। আশা করা যায়, প্রবন্ধের মাধ্যমে পাঠক এ সম্পর্কিত ইসলামী আইনের সাথে প্রচলিত আইনের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্যের ব্যাপারে জ্ঞান লাভ করার পাশাপাশি নারী ও শিশু নির্যাতন দমনে ইসলামী দিকনির্দেশনার ইতিবাচক ভূমিকা সম্পর্কে সম্যক অবহিত হবেন।

বর্তমানে ইন্টারনেটের ব্যবহার মানব সমাজের এক অপরিহার্য অনুষঙ্গে পরিণত হয়েছে। এর অভাবনীয় দ্রুতগতির কারণে তথ্য আদান-প্রদান ব্যবস্থায় যে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে, তা মানব ইতিহাসে বিরল। তবে এর নানামুখি সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন হওয়ার পাশাপাশি সাইবার বুলিং এর ঘটনাও বেড়েছে। এমনকি বর্তমান ইন্টারনেট দুনিয়ায় সাইবার বুলিং সবচেয়ে বড় হুমকি হয়ে ওঠেছে। "সাইবার বুলিং প্রতিরোধে ইসলামী নির্দেশনা : বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে একটি পর্যালোচনা" শীর্ষক প্রবন্ধে ইন্টারনেট কেন্দ্রিক সমস্যা তথা সাইবার বুলিং এর বিভিন্ন খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। প্রবন্ধ থেকে প্রমাণিত হয়েছে, সাইবার বুলিং অত্যন্ত স্পর্শকাতর একটি অপরাধ যা দমনে প্রচলিত আইন সঠিকভাবে প্রয়োগ করার পাশাপাশি সমাজের সর্বস্তরে ইসলামী মূল্যবোধের অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

মানব সমাজের সবচেয়ে শক্তিশালী অংশ হলো যুবসমাজ। যুব সমাজের উন্নয়নের মাধ্যমেই একটি জাতি সফলতার চরম শিখরে পৌঁছুতে পারে। একজন মানুষের জীবনের দৃঢ়তা, সাহসিকতা ও অপরিমেয় শক্তির স্বর্ণযুগ হলো তার যৌবনকাল। এ কারণে দেখা যায়, জাতির নৈতিক ও জাগতিক পরিবর্তনে ভূমিকা রাখতে আল্লাহ তাআলা সকল নবী-রাসূলদেরকে যুবক বয়সে প্রেরণ করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জীবনীতেও দেখা যায়, যুবসমাজের চরিত্র গঠনের প্রতি তিনি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছেন। "যুব উন্নয়নে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর গৃহীত পদক্ষেপ ও এর ফলাফল : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ" শীর্ষক প্রবন্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ যুব সমাজের উন্নয়নে যেসব পদক্ষেপ নিয়েছেন তার বিবরণ উল্লেখ করা হয়েছে। সেই সাথে প্রবন্ধটিতে প্রচলিত যুব আইনের কার্যকারিতা সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে।

সমাজের অবহেলিতদের মধ্যে এতিম সন্তান অন্যতম। এ কারণে ইসলাম অভিভাবকের জন্য তার নিয়ন্ত্রণাধীন থাকা এতিমের প্রতি যত্নবান ও সহানুভূতিশীল হওয়ার নির্দেশ প্রদান করেছে। ফিকহী দৃষ্টিকোণ থেকে রচিত "এতিমের সম্পদ ব্যবস্থাপনা : পরিপ্রেক্ষিত ইসলাম" শীর্ষক প্রবন্ধে এতিমের সম্পদ ব্যবস্থাপনা নিয়ে তাফসীর, হাদীস ও ফিকহ শাস্ত্রের বিপুল ভাণ্ডার থেকে এতদসংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত একত্রিত করে সহজ ভাষায় উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রবন্ধের মাধ্যমে পাঠক অবগত হবেন যে, এতিমের সম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে তার সার্বিক উপকার ও কল্যাণ নিশ্চিত করাই শরীয়তের মূল উদ্দেশ্য।

বিবাহের ক্ষেত্রে মোহরানা হলো আল্লাহর দেয়া একটি অত্যাবশকীয় বিধান যা আদায় করা স্বামীর ওপর ফরয। মোহরানা অনাদায়ী থাকলে স্বামীকে আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে। দুঃখজনক হলেও সত্য, মোহরানা আদায় করার ব্যাপারে বাংলাদেশের মুসলিম সমাজে প্রচণ্ড উদাসীনতা লক্ষ্য করা যায়। একজন মুসলিমের জন্য শরয়ী বিধান পালনের আবশ্যিকতা সম্পর্কে অসচেতন থাকার কারণে এ বিষয়টির গুরুত্ব জনসাধারণ উপলব্ধি করতে পারছে না। "মুসলিম সমাজে মোহরানার গুরুত্ব ও অনুশীলন: পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ" শীর্ষক প্রবন্ধে মোহরানার বিভিন্ন দিক তুলে ধরার পাশাপাশি বাংলাদেশের মুসলিম সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে তা অনাদায়ের কারণ এবং সঠিকভাবে তা আদায়ে করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

মানুষের লিঙ্গ পরিচয় মহান আল্লাহ প্রদত্ত। ইসলাম সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকে সাধারণত মানুষকে নারী বা পুরুষ হিসেবে গণ্য করে। যার ভেতর নারীর স্বভাব ও বৈশিষ্ট্য প্রবল, সে নারী হিসেবে এবং যার ভেতর পুরুষের স্বভাব ও বৈশিষ্ট্য প্রবল, সে পুরুষ হিসেবে সমাজে পরিচিত হয় এবং এর ভিত্তিতেই তার ওপর ইসলামের বিধান আবর্তিত হয়। কিন্তু একজন ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তি তার শারীরিক লিঙ্গ চিহ্নের বাইরে মানসিক বোধকে লিঙ্গ পরিচয়ের প্রধান মানদণ্ড হিসেবে গণ্য করে থাকেন। "বাংলাদেশে ট্রান্সজেন্ডার মতবাদের বিস্তার : ইসলামের দৃষ্টিতে একটি পর্যালোচনা"- শীর্ষক প্রবন্ধে বাংলাদেশে ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ প্রসারের চেষ্টা ও এর বিভিন্ন প্রভাবকসমূহ তুলে ধরা হয়েছে। প্রবন্ধের মাধ্যমে পাঠক উপলব্ধি করতে পারবেন যে, বাংলাদেশের সামাজিক কাঠামোগত ভারসাম্য রক্ষা করতে হলে ট্রান্সজেন্ডার মতবাদকে একটি জটিল সমস্যা হিসেবে গণ্য করতে হবে। পাশাপাশি সমাজে এই মতবাদের স্বাভাবিকীকরণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া সর্বস্তরের মানুষের নৈতিক ও সামাজিক দায়িত্ব।

ইসলামী আইন ও বিচার জার্নালের ৭৮ তম সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলো অত্যন্ত সময়োপযোগী ও জীবনঘনিষ্ঠ। আশা করি প্রবন্ধগুলো থেকে পাঠকগণ ঋদ্ধ হবেন এবং বরাবরের ন্যায় এবারের সংখ্যাটিও সকলের কাছে আদৃত হবে।
মহান আল্লাহ এ প্রচেষ্টাকে কবুল করুন।

- প্রধান সম্পাদক